1.1.2. পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Curriculum)

পাঠক্রম কোনো স্থির বিষয় নয়, এটি একটি গতিশীল বিষয়
(Curriculum is not a Static Issue, it is Dynamic)

পাঠক্রম চর্চার উপযোগিতা থেকে স্পষ্ট হয় যে, পাঠক্রম কোনো অপরিবর্তনীয় স্থির বস্তু নয়। বর্তমানকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সামাজিক পরিবর্তন, কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব বিকাশ এবং জীবনের নিত্যনতুন চাহিদা শিক্ষার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। স্বভাবতই পাঠক্রম সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণা বর্তমান সময়ের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর তারই ফলশ্রুতি পাঠক্রম নিয়ে নিত্যনতুন ভাবনাচিন্তা, গবেষণা এবং পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Modern Concept of Curriculum)

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. পাঠক্রম সংক্রান্ত আধুনিক ধারণাটি, শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। আর সেই বিকাশ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য যথাযোগ্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই আধুনিক অর্থে পাঠক্রম এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমন্বয়, যেগুলি অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যার্থী জীবনের সার্বিক বিকাশ সম্ভব।
2. পাঠক্রমের লক্ষ্য কেবলমাত্র বিদ্যার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সীমাবদ্ধ নয়। তার লক্ষ্য হল বিদ্যার্থীর জ্ঞান ও বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও জীবিকা অর্জনের সহায়ক উপাদানের বিন্যাস ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক

Scanned with CamScanner

বিকাশ ও উন্নয়নসাধন করা। তাই পাঠক্রমে এইসব বিভিন্ন উপাদানের কার্যকরী সমন্বয়সাধনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

3. পাঠক্রমে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যাবহারিক উপযোগিতা ও নিজস্ব উৎকর্ষ বৃদ্ধির উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।
4. স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার, দলগত মনোভাব প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশে আধুনিক পাঠক্রম গুরুত্ব আরোপ করে।
5. জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের অভিজ্ঞতার সমন্বয় হল আধুনিক অর্থে পাঠক্রম। এই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠক্রমের আধুনিক ধারণার প্রেক্ষাপটে এগুলিও কিন্তু পাঠক্রমিক অভিজ্ঞতা প্রদানের সহায়ক।
6. আধুনিক পাঠক্রম একটি প্রবহমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহের পরিবর্তন ঘটছে এবং সেই পরিবর্তনশীল চাহিদা, আগ্রহকে ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে পাঠক্রম হবে নমনীয়।
7. আধুনিক পাঠক্রমের কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা ও কর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অর্থাৎ পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(a) শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা এবং (b) শ্রেণিকক্ষের বহির্ভূত অভিজ্ঞতা।
8. পাঠক্রম হবে জাতির জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যার্থীর জীবনদর্শন ও জাতির জীবনদর্শন পাঠক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি ও সর্বাধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন থাকবে পাঠক্রমে।
9. আধুনিক অর্থে, পাঠক্রম কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার যৌগিক সমবায় নয়। পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের পরিপূরক। তাই একে এক প্রকারের সমন্বয়পূর্ণ অভিজ্ঞতাপুঞ্জ বা Integrated system of experiences হিসেবেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আধুনিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আর সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই অর্থে, শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সবগুলিই পাঠক্রমের উপাদান (Element) এবং এদের ক্রিয়াশীল সামগ্রিক যে তন্ত্র তাই হল পাঠক্রম।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল—

- আধুনিক পাঠক্রম সর্বদাই মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
- পাঠক্রমের মূল কাঠামো শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

Scanned with CamScanner

- আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সংহতি রেখে পাঠক্রমের প্রকৃতিটিও গতিশীল ও পরিবর্তনশীল।
- পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তুগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের পরিপূরক।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা মাথায় রেখেই পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাগুলিকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে।
- আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।
- পাঠক্রম সর্বদাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনামূলক উপাদান প্রদান করে থাকে।
- আধুনিক পাঠক্রম ব্যাবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরনের উপাদানের কার্যকরী সমন্বয় লক্ষ করা যায়।
- পাঠক্রম অবশ্যই শিক্ষার্থীর চাহিদাগুলির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়।

বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের জন্য পূর্বনির্ধারিত ও ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যস্ত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির অর্জন এবং তার স্বীকৃতিকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রম বা পাঠক্রম বলে। বস্তুত সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নির্ধারিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত শিখন অভিজ্ঞতা, পঠনপাঠন সামগ্রী এবং শিক্ষাদান কার্যাবলির সমন্বিত রূপরেখাই হল আধুনিক পাঠক্রম।

আসলে শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করে। এসব দিকের বিকাশের জোগান দেওয়ার পরিকল্পনাকে সাধারণত আধুনিক অর্থে পাঠক্রম বলে।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল বিদ্যার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশোপযোগী বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সমষ্টি। এই ধরনের পাঠক্রম শুধু শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও পরিব্যাপ্ত। ফলে পাঠক্রমের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসমূহ ছাড়াও অনিয়মতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসমূহও সংযোজিত হয়ে থাকে। পাঠক্রম সংক্রান্ত এইরূপ ধারণা বিশ্লেষণ করলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়। পাঠক্রমের প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নীচে উল্লেখ করা হল—

1. **পরিবর্তনশীলতা (Dynamic):** আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার সমষ্টি। কারণ সমাজ সতত পরিবর্তনশীল হওয়ায় ব্যক্তির চাহিদাও সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে। তার ফলে শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তনধর্মী হয়ে পড়ে। আবার শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে পাঠক্রমের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় লক্ষ্যের পরিবর্তনের জন্য পাঠক্রমেরও পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এইজন্য আধুনিক পাঠক্রমের একটি প্রকৃতি হল পরিবর্তনশীলতা।
2. **তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক ভিত্তি (Theoretical and practical bases):** পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায়, যার সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীর

Scanned with CamScanner

জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উন্নত জীবনদর্শনের অধিকারী করে তোলার জন্য পাঠক্রমে তাত্ত্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ভিত্তি হল দর্শন। আবার বাস্তব জীবনকে সফল করার জন্য পাঠক্রমে ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করা হয় যার ভিত্তি হল মনোবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যা।

3. **শ্রেণিমধ্যস্থিত ও শ্রেণিবহির্ভূত কার্য (Within class and out of class activities):** আধুনিক অর্থে পাঠক্রম হল বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাপুঞ্জ। ফলে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাসমূহকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব নয়। এমন সব অভিজ্ঞতা আছে, যেগুলি অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন—জ্ঞানমূলক বিষয় শ্রেণিকক্ষের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হলেও, দৈহিক বা সামাজিক বিকাশের সহায়ক অভিজ্ঞতাগুলি শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যাবলির অনুশীলন পাঠক্রমের অন্যতম প্রকৃতি।

4. **সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন (All round development):** আধুনিক পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে না, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশেও সাহায্য করে থাকে। বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়াও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি হল—নৈতিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, চারিত্রিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমূহ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজতর হয়। অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী অভিজ্ঞতার সমষ্টি হবে পাঠক্রম। এইজন্য আধুনিক পাঠক্রমের একটি প্রকৃতি হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন।

5. **নির্বাচনসাপেক্ষ সংগঠন (Selective organisation):** শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পাঠক্রম। এই পাঠক্রম নিজে কখনও গঠিত হতে পারে না। কারোর মাধ্যমে এটি সংঘটিত হয়। সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা পাঠক্রমটি নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই পাঠক্রমের একটি প্রকৃতি হল—এটি একটি নির্বাচন-সাপেক্ষ সংগঠন।

6. **কর্ম ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Integration of activities and experiences):** আধুনিক পাঠক্রম হল বহুমুখী অভিজ্ঞতার সমবায়। তাই পাঠক্রমে যেমন জ্ঞানমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনি আবার কর্মমূলক অভিজ্ঞতাও সংযোজন করতে হবে। কারণ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পথকে সুগম করে। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানমূলক বিষয় এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়ের সম্মিলন শিক্ষার্থীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এই জন্য প্রকৃতিগত দিক থেকে আধুনিক পাঠক্রম হল কর্ম ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়।

7. **উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objectivity based):** শিক্ষা হল একটি সচেতন উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। ফলে প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বর্তমান। তাই এই লক্ষ্যে উপনীত

Scanned with CamScanner

হওয়ার জন্য নির্বাচিত বিষয়সমূহের প্রয়োজন। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচি যদি শিক্ষার লক্ষ্যাভিমুখী না হয়, তাহলে পাঠক্রম তার কার্যকারিতা হারাবে। প্রকৃতপক্ষে যত ভালোই পাঠক্রম রচনা করা হোক না কেন লক্ষ্যের অভাবে তার বাস্তবতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই উদ্দেশ্যভিত্তিক সচেতনতা হল পাঠক্রমের এক ধরনের প্রকৃতি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, আধুনিক পাঠক্রমের প্রকৃতি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রমের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়, তাই পাঠক্রমে একদিকে যেমন জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা সংযোজিত হবে, তেমনি ব্যাবহারিক দক্ষতারও সংযোজন ঘটাতে হবে। তবেই পাঠক্রমটি সুসমন্বিত হয়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

1.1.3. পাঠক্রমের পরিধি (Scope of Curriculum)

পাঠক্রমের পরিসর বা ক্ষেত্র কিংবা পরিধির কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যে-কোনো একটি বিষয়ের জন্য একটি পাঠক্রম প্রণীত হতে পারে। আবার একাধিক বিষয় নিয়ে একটি অথবা একাধিক শিক্ষাস্তরের জন্য একটি পাঠক্রম প্রণয়ন করা যায়। পাঠক্রম পরিসরের দিক্‌নির্দেশনাগুলি হল—

1. পাঠক্রম হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য এবং তা অর্জনের বিশদ পরিকল্পনা।
2. পাঠক্রম শুধু কর্মতৎপরতা নয়, কর্মতৎপরতার সামগ্রিক নীল নকশা (Blue Print) এবং কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও বটে।
3. **পাঠক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রম—**
   (a) বিদ্যার্থীরা কী শিখবে, শিক্ষা কার্যক্রমে ভরতি করার নির্ণায়ক কী হবে।
   (b) কত সময় ধরে শিখবে এবং শিক্ষাদানে শিখন সামগ্রী কী হবে?
   (c) কে শেখাবে এবং তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হবে?
   (d) বিদ্যার্থীর অর্জিত শিক্ষাকে কীভাবে পরিমাপ করা হবে, এসবই পাঠক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত থাকতে হবে।
4. **পাঠক্রম বাস্তবায়নের অন্য কার্যাবলি হল**—শিক্ষার পরিমাপগত ও গুণগত মান রক্ষার জন্য পাঠক্রম, শিক্ষাসূচি, বিষয়বস্তু প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ বা জোগান অব্যাহত রাখা।
5. পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, শিক্ষা সামগ্রী প্রণয়ন, উপযোগ সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষাদান সহায়ক উপকরণ, বিদ্যার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপ ইত্যাদি যেন একীভূত ও অভিন্নভাবে প্রবাহিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে পারলেই পাঠক্রম একটি ব্যবস্থায় পরিণত হবে। সেজন্য এসব কিছুই পাঠক্রম পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned with CamScanner

৬. বর্তমানে পাঠক্রম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়নের জন্যই প্রণীত হয়ে থাকে। এ ছাড়া পাঠক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর যেসব বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় তা হল—

(a) **দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা (Socio-economic condition of the country):** যে-কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আর্থসামাজিক অবস্থা একটি প্রভাবশালী উপাদান। দেশের শিক্ষানীতি ও তার উদ্দেশ্য কী কী হবে তা নির্ভর করে আর্থসামাজিক অবস্থার উপর এবং এর নিরিখেই পাঠক্রম রচিত হয়ে থাকে। যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পাঠক্রম সমাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী হওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠক্রম নির্মাণ করা হয়।

(b) **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান (Socio-cultural element):** যে-কোনো দেশের সংস্কৃতি সে দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আজই সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করা শিক্ষার অন্যতম কাজ। যে কারণে পাঠক্রমের প্রকৃতি ও পরিসীমা নিরূপণে সে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(c) **সামাজিক চাহিদা (Social needs):** প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক চাহিদা পূরণ করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেজন্য রাষ্ট্র তার শিক্ষাব্যবস্থায় চাহিদাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। ফলে পাঠক্রম নির্মাণে সমাজের চাহিদার উপর আলোকপাত করা হয়।

(d) **জনগণের মৌলিক ও ধর্মীয় চেতনা এবং বিশ্বাস (Peoples fundamental and religious consciousness and belief):** যে-কোনো রাষ্ট্রে এক বা একাধিক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় বা জাতি বসবাস করে। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী পাঠক্রম জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই কোনো রাষ্ট্রে পাঠক্রম রচনার সময় জনগণের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(e) **বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে সমকালীন জীবনধারণ ব্যবস্থা (In and out of school contemporary way of life):** আধুনিক বিদ্যালয়গুলি সমাজের প্রতিচ্ছবি (Miniature society)। সমাজের চাহিদার আলোকে নির্ণীত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করাই শিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঠক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিরূপণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাইরের সমকালীন জীবনযাত্রার প্রতি নজর দিতে হয়।

(f) **প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা (Dynamic education system):** প্রতিটি রাষ্ট্রে তার একটি নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদার আলোকে পাঠক্রমের প্রকৃতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সময়ের দাবিদার। দেশের

Scanned with CamScanner

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনা সময়সাপেক্ষ, আর এ পরিবর্তন আনতে বিশেষজ্ঞ মহলের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক।

(g) **সমাজের মানবসম্পদ ব্যবহারের ধরন (Use of societal human resources):** পাঠক্রমের পরিসর নির্বাচনের সময় অবশ্যই সে দেশের বস্তুগত সম্পর্কের প্রাপ্যতার দিকগুলি বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ বস্তুগত সম্পর্কের উন্নয়ন করাও শিক্ষার কাজ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার না হলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এসব কাজ শিক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব। কাজেই পাঠক্রম বিনির্মাণে এসব দিক বিবেচনা একান্ত প্রয়োজন।

(h) **বিদ্যার্থীদের চাহিদা (Students needs):** বিদ্যার্থীদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম রচিত না হলে তা কখনও কার্যকর হবে না। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ। নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং পাঠক্রমের প্রকৃতি নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

(i) **সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (Development of Society):** সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় যোগ্য ও দক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাধ্যমে। কাজেই উন্নয়নের যাবতীয় কাজ পরিচালনার জন্য দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি গড়ে তুলতে পাঠক্রমে তার দিক্‌নির্দেশনা থাকতে হবে। আর ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে। সমাজের গঠন এবং উন্নয়ন যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল, সেহেতু পাঠক্রমে স্তরভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

1.1.4. পাঠক্রমের কার্যাবলি (Functions of Curriculum)

পাঠক্রমের কার্যাবলি নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট দিক্‌নির্দেশ করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে বিষয়গুলিকে নির্বাচনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক দিকটির বিকাশে সাহায্য করে থাকে।
- পাঠক্রম সমাজ পরিবর্তন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও নাগরিক লক্ষ্যপূরণে এটি সর্বদাই সচেষ্ট।
- শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের সংস্কারসাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুসারে কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদির চয়ন ও বিন্যাস করে থাকে।
- সমাজ ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তুর বিন্যাস করে থাকে।

Scanned with CamScanner

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নত করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
- প্রগতির পথের মূল্যায়নের জন্য পাঠক্রম সঠিক দিক্‌নির্দেশ প্রদান করে থাকে।
- পাঠক্রম মূল্যবোধের বিকাশে সাহায্য করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।
- আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে।

Scanned with CamScanner